ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬১২
আগরতলা,৮ মে,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘অপারেশনের ডেট পেতেও প্রণামী জিবিপি হাসপাতালে অবৈধ বাণিজ্য,’’ এই শিরোনামে গত ৭ মে, ২০২৫ প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে জিবি হাসপাতালের পক্ষ থেকে প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জিবিপি হাসপাতালে সাধারণ ঘরের মুমূর্ষ রোগীদের নিয়ে কোনও অবৈধ বাণিজ্য নেই আর এই অবৈধ বাণিজ্যে অসাধুচক্র জড়িত বলে যা অভিযোগ করা হয়েছে তার কোনও অস্তিত্ব জিবি হাসপাতালে নেই। সুতরাং প্রকাশিত সংবাদে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

এছাড়াও সরকারি এই হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য মোটা অঙ্কের প্রণামী আদায় এবং সাধারণ অস্ত্রোপচারের জন্য দেড় থেকে দুই মাস পর্যন্ত অপেক্ষার যে অভিযোগ করা হয়েছে, তাও সঠিক নয়। জিবিপি হাসপাতালে সকল প্রকার অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়। এটি রাজ্যের একমাত্র প্রধান রেফারেল হাসপাতাল হওয়ায় এখানে রোগীর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জরুরী অস্ত্রোপচারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে করা হয়। শুধুমাত্র ‘ইলেকটিভ’ অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই রোগীদের সামান্য অপেক্ষা করতে হয়। কোনও রোগীর অস্ত্রোপচার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল।

এদিকে এম.আর.আই করতে এক মাস দেরি হওয়ার যে অভিযোগ সংবাদে করা হয়েছে, সেটিও সঠিক নয়। বহির্বিভাগের রোগীদের ক্ষেত্রে এম.আর.আই করার জন্য অপেক্ষার সময়কাল মাত্র চার থেকে পাঁচ দিন। গুরুতর অসুস্থ বা ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে এক থেকে দুই দিনের মধ্যেই এম.আর.আই করানো সম্ভব হয়। জিবিপি হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগে গত এক সপ্তাহে মোট ২১৫টি এম.আর.আই সম্পন্ন হয়েছে।

অপরদিকে, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা জিবিপি হাসপাতালে কোম্পানির দামী দামী ওষুধ লেখার জন্য চিকিৎসকদের প্রভাবিত করার যে অভিযোগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে এ.জি.এম.সি ও জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা সাধারণত সরকারি ওষুধ ও জেনেরিক মেডিসিনই প্রেসক্রাইব করে থাকেন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের শুধুমাত্র বিকেল তিনটার পর আউটডোর পেশেন্ট বিভাগে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো সময়ে বা ইনডোরে তাদের প্রবেশের কোনো অনুমতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া হয়নি।

*****